আমরা-৯২ এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে আমরা-৯২ (একটি বন্ধু কল্যাণ সংগঠন) এস.এস.সি ব্যাচ আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি ও আলহাজ্ব শফি উদ্দিন সাবেক শিক্ষক আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্রবিতরণ করেন।

এ সময় আমরা -৯২ এর সভাপতি এস.এম কুতুব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আজিমুল হক লাভলুসহ আসাদুজ্জামান সেলিম, মোস্তাক, তোফাজ্জেল, রানা, শাহিন এবং ৯২ এর শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ২৬ পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ

এম এফ রুপক/শাকিল রেজা:
বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে একসঙ্গে ঘর পেল প্রথম ধাপে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ২৬ জন ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবার। শনিবার তিন উপজেলা পরিষদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের হাতে ঘরের কাগজ ও চাবি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এসব আধা পাকা ঘর ও জমি। সারা দেশে প্রথম ধাপে ঘর জমিসহ ঘর পেয়েছে ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে তাদের চোখে-মুখে যেন খুশির

ঝিলিক। এ যেন ঈদের আনন্দকেও হার মানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা বলেন, নিজের একটি পাকা ঘর ও ভূমি হতে পারে তা আমরা আগে কখনও ভাবিনি। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ আল আসাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষ থেকে ৬টি পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সবিধাভোগীদের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা খাতুনসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম সদরের ১৬ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘর হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর জেলায় যে ২৬ পরিবার ঘর পেলো তারা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের আব্বাস আলীর স্ত্রী মমতাজ পারভীন, উজলপুর গ্রামের খুদা বকসের স্ত্রী মেহেননিগা খাতুন, কুতুবপুর গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী ফাহিমা খাতুন, শিবপুর গ্রামের হযরত আলীর স্ত্রী জামেরন, উজলপুর গ্রামের জিতুকালামের স্ত্রী বেগম, ইছাখালী গ্রামের সাজাত আলীর স্ত্রী রুপালী খাতুন, গোভীপুর গ্রামের সাদ আলীর স্ত্রী বেদেনা খাতুন,

মেহেরপুর পৌরসভার বেড় পাড়ার কেরামত আলীর স্ত্রী মেরিনা খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার কলেজ পাড়ার মহিরদ্দীন মন্ডল, মেহেরপুর পৌরসভার কলেজ পাড়ার সজলের স্ত্রী রিমা খাতুন, মেহেরপুর কলেজ পাড়ার আঃ মালেকের স্ত্রী করিমন খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার গোহাট পাড়ার আবু হোসেনের স্ত্রী হালিমা খাতুন, দিঘির পাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী টুনি খাতুন, দিঘির পাড়ার রাইহানের স্ত্রী লাভলী খাতুন, স্টেডিয়াম পাড়ার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ফরিদা পারভীন, বেড়পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মজিরন খাতুন,

গাংনী উপজেলার, কাজিপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন, কাজিপুর গ্রামের যমুনা খাতুন, কাজিপুর গ্রামের ফেরদৌসি খাতুন, নিশিপুর গ্রামের তহমিনা খাতুন, জুগীরগোফা গ্রামের মৃত নিয়াত আলীর স্ত্রী হাজেরা খাতুন, চেংগাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে জিন্নাত আলী,

মুজিবনগর উপজেলার, মহাজন পুর গ্রামের ফজিলা খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের ওশিন খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের দাসী খাতুন ও মহাজনপুর গ্রামের খইরন নেছা।

মেপ্র/এমএফআর

ওয়ান বাংলাদেশ এর মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

ড. সাইদুর রহমান কে সভাপতি ও মশিউর রহমান (সজল) কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি ওয়ান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রশীদুল হাসান এ কমিটি অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ সভাপতি ড. আশরাফুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, ইমরান হোসেন, অর্থ সম্পাদক ড. মফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারান সম্পাদক মামুন নুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশির ফয়সাল (চপল), শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শাশ্বত চক্রবর্তী (নিপ্পন),

ইতিহাস বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, সমাজসেবা সম্পাদক রাসেলুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মিনা পারভীন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল আমিন , প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক , তথ্য ও প্রযুক্তি পদে সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সদস্য রাকিবুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান মালেক, কে এম ইমতিয়াজ হাসান জুয়েল, মারুফ সিদ্দিকী, ড. ইয়াসমিন আরা সাথী, মনিরুজ্জামান।

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক

বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল, খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের

নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।

বিসিএল এর পিরোজপুর ইউনিয়নের আহবায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) এর মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সুমন আলী কে আহব্বায়ক এবং ময়েন আহাম্মেদ কে যুগ্ন আহব্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। শুক্রবার বিকালে বিসিএল এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নুর-উস-সাফা প্লাবন এর নিজস্ব রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হল ছাবিরুল ইসলাম, ইউছুব আলী, হানেফ আলী, লিপন আলী, মিঠুন। আগামী ৩মাসের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হল, এবং সম্মেলন প্রস্তুত করার আহব্বান জানান বাংলাদেশের ছাত্রলীগ –বি সি এল কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মোঃ নুরু –উছ –সাফা প্লাবন

এবং নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, প্লাবন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএল এর বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে প্রথম ধাপে ২৬ দুস্থ পরিবার পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা

এম এফ রুপক:
প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বরুপ মুজিব জন্মশতবর্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৯ লাখ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে সেমিপাকা টিনশেড ঘর। সারা দেশে ৬৪ জেলার তৃণমূল পর্যায়ে তালিকা করে ছিন্নমূল ও দুস্থ পরিবারকে এ ধরণের বিশেষ ঘর দেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে ২৩ জানুয়ারি ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবারকে হস্তান্তর করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন।

মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওয়াত ক তালিকা ভুক্ত প্রথম ধাপে ২৬ টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে এই ঘর। যদিও ২৮ টি ঘর হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু জমি সংক্রান্ত জটিলতায় গাংনীতে ২টি ঘর সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই এই সমস্যার অবসান হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

মেহেরপুর সদরে ১৬টি, গাংনী উপজেলায় ৬টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪টি। “আশ্রয়ণের অধিকার-শেখ হাসিনার উপহার” এই স্লোগানে মেহেরপুর জেলায় ভূমি ও গৃহহীন মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবাসন উপহার হিসেবে দেয়া খাস জমিতে গৃহ নির্মাণের কাজ করছে মেহেরপুরের তিন উপজেলা প্রশাসন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে গৃহ নির্মাণ করছে প্রশাসন। নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

মেহেরপুর জেলায় ১২৩ জন ভূমিহীনদের তালিকা থেকে প্রথম ধাপে ২৬ জন ঘর পাবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব উদ্যোগে আরও কিছু ভূমিহীন পরিবার ঘর পাবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

এ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। এ সময় তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ঘর নির্মাণের কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত করে ওই জমির ওপর ঘর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরের বরাদ্দ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

পরে আরও পরিবহন খরচ বাবদ ৪ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেছে সরকার। এই টাকায় তাদের জন্য ২০ ফুট বাই ২২ ফুট প্রস্থের ঘরে রয়েছে দু’টি কক্ষ, একটি রান্নাঘর, টয়লেট ও সামনে খোলা বারান্দা। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী থেকে একটি করে টিউবওয়েল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, গাংনী উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে ৬ টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হবে। আরও দুইটি ঘর জমি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে। ঘর গুলো নির্মাণ করা হয়েছে, ধানখোলায় ২টি, ষোলটাকায় ২টি, বামন্দীতে ১টি ও কাজীপুরে ৩টি। ইতোমধ্যে ৬টি ঘরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ২ টির কাজ হস্তান্তরের আগেই আশা করছি শেষ হয়ে যাবে।

মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরের দায়িত্বে থাকা পকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নাহিদা আক্তার জানান, মেহেরপুর সদরে ১৬টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। মেহেরপুর সদরের মধ্যে আমঝুপি-খোকসায় ৮টি ও কুতুবপুর-গহরপুরে ৮টি ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরের চারা বাগান পাড়ায় ৪টি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম জানান, উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ১৬টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৮টির কাজ চলমান আছে। আশা করছি খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবো। প্রত্যেক সুবিধাভোগীর নামে সরকারি ২ শতাংশ জমির বন্দোবস্ত দলিলসহ ঘরের চাবি আগামী ২৩ জানুয়ারি

আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ইয়াদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে এসআই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার শোলমারী গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ইয়াদুল একই গ্রামের মালোপাড়ার বরকত আলীর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে অভিনব কায়দায় প্যাকেট করা ৩’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ধারণা করা হচ্ছে বিক্রির উদ্দেশ্য সে এই মাদক বহন করছিল। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যবসায়ী গোলাম রহমান বিশ্বাস

আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মুক্তিযোদ্ধা বেড়পাড়া কাথুলী রোড নিবাসী গোলাম রহমান বিশ্বাস ইন্তেকাল করেছেন। তিনি জেড গোলাম নামে মেহেরপুরে পরিচিত ছিলেন।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে তিনি বুকে ব্যাথা অনুভব করলে পরিবারের লোকজন তাঁকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

তিনি এক ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি নাতনীসহ অসংখ্যা গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মেহেরপুর শহর সমাজ সেবার নবনির্বাচিত কমিটি এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনার্থীদের অভিষেক

মেহেরপুর শহর সমাজ সেবা কার্যালয়ের নবনির্বাচিত সমন্বয় পরিষদ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩১তম ব্যাচের প্রশিক্ষনার্থীদের অভিষেক, নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর সমন্বয় পরিষদের সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম খোকন, সহ-সভাপতি রাহিনুরজামান পলেন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ জেলা শাখার আহবায়ক প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম

সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আইন বিষযক সম্পাদক অ্যাড.পল্লব ভট্টাচার্য্য, দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান, সহ প্রচার সম্পাদক শাশ্বত নিপ্পন।
অনুষ্ঠানে নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা।

মেহেরপুরের শোলমারী সীমান্তে পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তির মরদেহ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী সীমান্তে ১২৮ নাম্বার ৪ এস মেইন পিলারের কাছে ভারতীয় সীমান্তে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে রয়েছে।

বুধবার সকালে শোলমারী গ্রামের কৃষকরা সীমান্তের মাঠে কাজ করতে গিয়ে মরদেহটি দেখতে বিজিবি ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে শোলমারী বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্তের কাছে আসেন এবং বিএসএফকে মরদেহ পড়ে থাকার কথা জানান।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটেলিয়নের পরিচালক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) জানান, সকালে সীমান্তের ১২৮ নাম্বার পিলার কাছে ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে রয়েছে। বিষয়টি আমরা বিএসএফকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।

তিনি আরো জানান, স্থানীয়রা জানিয়েছেন মারা যাওয়া ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক। কয়েকদিন থেকেই তিনি এই মাঠেই ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাতের কোনো এক সময় সে মারা গিয়েছে এবং ভারতীয় অংশে। বিজিবি অনুরোধ জানিয়েছে মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।